যুগান্তর

তারিখ ... 16 NOV 2017
পৃ. ...৩... কলাম ...৭...

লেকহেড স্কুল খুলে দেয়ার রায় চেম্বারে স্থগিত

যুগান্তর রিপোর্ট

জঙ্গি কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া রাজধানীর বেসরকারি লেকহেড গ্রামার স্কুল খুলে দিতে হাইকোর্টের দেয়া রায় আগামী রোববার পর্যন্ত স্থগিত করেছেন সুপ্রিমকোর্টের চেম্বার আদালত। হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা এক আবেদনের শুনানি করে চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বুধবার এ আদেশ দেন। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

রিটকারীদের পক্ষে ছিলেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এএফ হাসান আরিফ। মঙ্গলবার লেকহেড গ্রামার স্কুল ধানমণ্ডি ও গুলশান শাখা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জঙ্গিবাদসহ যে কোনো বিষয়েই সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন আদালত। বুধবার স্থগিতাদেশের পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, 'জঙ্গি কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগে লেকহেড গ্রামার স্কুল সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। স্কুলটির মালিক ও কয়েকজন অভিভাবকের করা রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার হাইকোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্কুলটি খুলে দেয়ার রায় দিয়েছিলেন। ওই রায় স্থগিত চেয়ে আমরা আবেদন করেছি। চেম্বার আদালত আজ (বুধবার) শুনানি করে হাইকোর্টের রায় আগামী রোববার পর্যন্ত স্থগিত করেছেন।' তিনি বলেন, চেম্বার আদালত বিষয়টি শুনানির জন্য আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই দিন আপিলের শুনানি হতে পারে। উল্লেখ্য, জঙ্গি কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মীয় উগ্রবাদে উৎসাহ দেয়াসহ কয়েকটি অভিযোগে ৬ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকায় লেকহেড গ্রামার স্কুল বন্ধের নির্দেশ দেয়। ঢাকা জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়াস মেহেদী পরদিন ওই স্কুলে গিয়ে সিলগালা করে দেন। সেদিন তিনি বলেন, স্কুলটি কোনো ধরনের কার্যক্রম চালালে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিট আবেদন করলে এ স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে ৯ নভেম্বর রুল জারি করেন হাইকোর্ট। শিক্ষা সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, ঢাকার জেলা প্রশাসক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়। সোমবার হাইকোর্টে এ রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এএফ হাসান আরিফ, ব্যারিস্টার আখতার ইমাম ও রাশনা ইমাম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার।